তারিখ ... 25 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১...৩ কলাম ৪ ...

সংবাদ

শরণখোলায় স্কুল উন্নয়নের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য দাতা সংস্থা ইউনোসেফের বরাদ্দকৃত লাখ লাখ টাকা নানা খানা করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলার ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বরাদ্দকৃত টাকায় উপকরন ক্রয় করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোকে শিশুবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার সরকারি নির্দেশনা থাকলেও তা আমলে নেয়নি সংশ্লিষ্টরা।

জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সম্মিলিত উদ্যোগের ফলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য শরণখোলা উপজেলার ৫নং আমড়াগাছিয়া, ৭নং রাজাপুর, ২২নং লাকুড়তলা, ২৪নং তাফালবাড়ী, ২৫নং এসবি তাফালবাড়ী, ৪৮নং মধ্য সাউথখালী, ৪৭নং দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া, ৫৯নং তালতলি উল্লাশি, ২নং ধানসাগর নলবুনিয়া, ১৩নং খোন্তাকাটা, ২০নং পূর্ব খাদা, ৩১নং টিটিএন্ডডিসি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ১ লাখ ৯ হাজার ৫শ টাকার চেক দেয়া হয়। উদ্দেশ্য কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার পাশাপাশি শিশু শ্রেণীকক্ষ সাজানো এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সেই সকল সরকারি নিদের্শনা উপেক্ষা করে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা তাদের ইচ্ছা মাফিক স্বার্থ সংবলিত ছিটে ফোটা কাজে সামান্য টাকা খরচ করে বাকি অর্থ হজম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে উপজেলার ৪৮নং মধ্য সাউথখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ও ইউপি সদস্য আব্দুল হালিম শাহ বলেন, তার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিলকিস জাহান দু-দফায় গত ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা ইউনোসেফের বরাদ্দ পেলেও বিদ্যালয় উন্নয়নে তেমন কোন কাজ করেনি। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন জনের নাম ভাঙিয়ে ওই টাকা আত্মসাতের চেষ্টা করছেন সে। বিষয়টি ইতিমধ্যে তিনি লিখিতভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবগত করলে প্রধান শিক্ষক তাকে ম্যানেজ করতে ২০ হাজার টাকা ঘুষের প্রস্তাব দেন। অন্যদিকে ইউনোসেফের শরণখোলা উপজেলা সমন্বয়কারী সুজন বালা জানান, বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে যে সকল কাজ করার নিয়ম রয়েছে তার তেমন কিছু করা হয়নি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে। বরাদ্দকৃত টাকা প্রতিষ্ঠান প্রদানরা তাদের ইচ্ছা মাফিক খরচ করার নামে নানা খানা করে ফেলছে। এছাড়া ২/১ একটি বিদ্যালয় সামান্য কাজ করলেও অধিকাংশ বিদ্যালয় এখনও কাজ শুরু করেনি। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে। যার ফলে সম্প্রতি নির্বাহী অফিসের এক সভায় শিক্ষকরা পুরো কাজ করে দিবেন মর্মে ইউএনও স্যার কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। সেজন্য ওই শিক্ষকদের কিছু সময় দেয়া হয়েছে। তবে ৪৮ নং মধ্য সাউথখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিলকিস জাহান টাকা আত্মসাতের বিষয়টি স্কুল সভাপতির গভীর ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেন। এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সমদ্দার জানান, বিষয়টি কঠোরভাবে মনিটরিং করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।